মিসর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্‌র অনুমতিতে আজ রাতে রাবিউল আউয়াল মাস শুরু হয়েছে। এই মাস মুবারাক হোক, শুভ হোক। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর পবিত্র হিম্মাত, বারাকাত এবং শাফা'আত আমাদের উপরে আসুক।

যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর পথে চলে তারা সুখ লাভ করে, যদিওবা তারা দরিদ্র হয়, অসুস্থ হয়, এমনকি তারা যদি সমস্ত পার্থিব জিনিস থেকে বঞ্চিতও হয়, তবুও তারা সুখী মানুষ হয়। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে সব ধরণের বারাকাত, রাহমাত, ইনায়াত (করুণা) এবং নাযার (দৃষ্টি) দান করেছেন।

আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে আমরা মিসর ভ্রমণ করেছি তিন-চারদিন আগে। মিসর একটি পবিত্র জায়গা। আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সবচেয়ে মূল্যবান এবং সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলো দিয়েছেন তাদেরকে যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে এবং ইসলামকে অনুসরণ করে, উনার উম্মাতকে, আল্লাহ্‌কে অসংখ্য শুকরিয়া। মানুষেরা এ ব্যাপারে অসচেতন। মানুষেরা ভালোটা না দেখে শুধু খারাপ জিনিসের পিছনে ছোটে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার সময়ে মানুষেরা ভালো কাজের উপদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে। শেষ সময়ে ঠিক তার

বিপরীত ঘটবে। সেই সময়ে লোকেরা ভালো কাজে নিষেধ করবে আর খারাপ কাজের উপদেশ দিবে।"

খারাপ বলতে তিনি শুধু হারাম কাজ বোঝাননি। ভালো কাজ করতে বলা মানে শুধু ইবাদাত করতে বলা নয়। তিনি ভালো বলতে কি বুঝিয়েছেনঃ সব সুন্দর জিনিসই ভালো। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তোমাদের বলেন, "ভালো জিনিস খাও। খারাপ কাজে যেও না।" এর মানে কি? তিনি শুধু নোংরা কাজই বোঝাননি। তিনি বুঝিয়েছেন সে কাজগুলোও যা তোমাদের কোন উপকারে আসে না। তিনি ভালোত্ব শেখান এবং যা সুন্দর তাই আদেশ করেন।

শেইখ মাওলানা কখনোই কংক্রিট পছন্দ করতেন না। কংক্রিট হচ্ছে অসুন্দরের আরেকটি উদাহরণ। কংক্রিট এসেছে কমিউনিজমের সাথে। ইসলাম সব ধরণের ভালোর আদেশ দেয়। আমরা কংক্রিট শুধু উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলাম, সর্বোতভাবে উল্লেখ করিনি। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সমস্ত ভালোত্ব এবং সৌন্দর্য্য দিয়েছেন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতকে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সবধরণের সৌন্দর্য্য দিয়েছেন যারা ইসলামের অনুসারী তাদেরকে। কিন্ত দুর্ভাগ্য যে মানুষ তার মূল্যায়ন করে না।

তোমরা দেখতে পাও যে বেশীরভাগ লোকই তুরস্কের পূর্বাঞ্চল ত্যাগ করে সেখানে ঠান্ডা বেশী বলে। এবং তারা ইস্তাম্বুলে চলে আসে। আর এখন তারা ইউরোপে যেতে চাচ্ছে যা কিনা সেসব এলাকা থেকেও আরও পাঁচগুণ মন্দ, এখানকার থেকেও বেশী ঠান্ডা সেখানে। তারা এখন আর ঠান্ডার ধার ধারে না এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গেইট খোলার অপেক্ষায় বসে থাকে। মুসলিমেরা এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় আছে। ঈমানের অভাব, ঈমানের স্বল্পতাই এর কারণ।

তারা মিসরকে বলত পবিত্র নীলনদের দেশ। ওসমানীয়া খালিফাদের সময় মিসর ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। মিসরের ধনভাণ্ডার ছিল বিখ্যাত। মিসর

মুবারাক ছিল সেই জায়গা যা ওসমানীয়াদের খাওয়াতো। ব্রিটিশরা এসে ওসমানীয়াদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে। যখন ব্রিটিশরা আসে, তারা সেখানে ফিতনা এবং দুর্নীতি শুরু করে দেয় এবং ইসলামকে বিভক্ত করে। তাদের পরে কিছু সময় কমিউনিস্ট রাশিয়ানেরা এসে মানুষদেরকে পুরোপুরি দুর্দশাগ্রস্ত এবং হতদরিদ্র করে দেয়। তখন মিসরীয়রা পয়সার জন্য এমন কিছু নেই যা করেনি। মিসরের লোকেরা যুলুম সহ্য করছে পাঁচ হাজার বছর যাবত। শুধুমাত্র ইসলামের সময় তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের ছেড়ে দেয়নি। সে সাথে সাথেই তার সেনাবাহিনী পাঠায় সেখানে। সেই জায়গাকেও শয়তান কলুষিত করে ফেলে।

মিসর অত্যন্ত পবিত্র একটি জায়গা। বহু সংখ্যক আউলিয়া এবং হাজার হাজার সাহাবা সেখানে শায়িত। সকল সাহাবাদের এবং শাহীদদের সায়্যিদ বা দলপতি হাযরাত ইমাম হুসাইন (কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু) সেখানে আছেন। সেই পবিত্রজন মিসরের জন্য বারাকাতস্বরূপ কারণ মিসরীয়রা উনাকে সম্মান করেন। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর নাতি-নাতনীদের মধ্যে সায়্যিদীনা হাযরাত যায়নাবও সেখানে আছেন। আর আছেন শত শত এবং হাজার হাজার সাহাবা।

বিশাল আউলিয়াদের মধ্যেও অনেকে সেখানে আছেন। হাযরাত আহমাদ বাদাওয়ী, হাযরাত ইব্রাহীম আদ-দাসুকী, হাযরাত ইমাম শাযালী...আরও অগণিত। সেখানে এত বেশী মাকাম আছে যে প্রতিটি পদক্ষেপে সেখানে কোন না কোন মাযার পাওয়া যায়। মাযারগুলোও অনেক পুরোনো কারণ মিসরকে ইসলাম বিজয় করে খুলাফা-ঈ রাশিদীনের সময়ে। মিসর ইসলামী বিশ্বের মহান সব উলামাদের শিক্ষাদান করেছে যারা পরবর্তীতে ইসলামের হিফাযাত করেছেন। মিসর খুব ভালো একটি জায়গা। আল্লাহ্ মিসরীয়দেরকে এবং সবাইকে হৃদয়ের আলোয় আলোকিত করুন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

চল আমরা আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি কারণ তিনি আমাদের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলো দান করেছেন। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই যে তিনি আমাদের ঈমান দিয়েছেন এবং ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অন্য লোকেরা ইসলাম দেখে ভয় পায়, তারা ইসলামের ব্যাপারে ভীত। তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ্ সবাইকে বুদ্ধি দিয়েছে যেন তারা অনুসন্ধান করতে পারে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে তা করতে দিচ্ছে না।

শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) প্রতিদিন আল্লাহ্কে শুকরিয়া জ্ঞাপনের একটি করে দু'আ পাঠ করতেন। আমাদেরও ধন্যবাদ জানানোর জন্য দু'আ করা প্রয়োজন কারণ আল্লাহ্ আমাদের বাবা-মার মাধ্যমেই মুসলিম হিসেবে জন্ম দিয়েছেন। অপরপক্ষে, যাদের ভাগ্য ভালো তাদেরকেও আল্লাহ্ পরে মুসলিম করেন, কিন্তু সে ভাগ্য হাজারে একজনের হয়। আল্লাহ্কে অশেষ শুকরিয়া।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) ইসলামী বিশ্বের জন্য একজন মহান নেতা পাঠান। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুই পারেন। ইনশাআল্লাহ আমরা অপেক্ষায় আছি। শেষ সময়ের সব লক্ষণেরই আবির্ভাব ঘটেছে। ইনশাআল্লাহ মাহদী আলাইহি সালামও যেন আসেন। তিনি ইসলামকে একত্রিত করবেন ইনশাআল্লাহ। উনার আগমনের আগে আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) ইসলামের এবং সত্য মুসলিমদের হিফাযাত করুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১১ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।